জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৯ **মে** ২০১৯ (**বুধবার**)
[**সময়কালঃ** ২৯.০৫.২০১৯ - ০২.০৬.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

গত পাঁচ দিনে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকমের আবহাওয়া অনুভূত হয়েছে এবং আগামী পাঁচ দিনেও একই ধরণের পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকবে। খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং ঢাকা, মাদারীপুর, রাঙামাটি, চাঁদপুর, নোয়াখালী, রাজশাহী ও পাবনা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে যা অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়া কয়েকটি জেলায় গত কয়েকদিনে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়েছে, আগামী কয়েকদিনও কিছু জেলায় বৃষ্টিপাত হবে। এ অবস্থায় প্রত্যেক জেলার জন্য অনুভূত আবহাওয়া ও আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ওপর ভিত্তি করে আলাদা কৃষি আবহাওয়া বুলেটিন দেওয়া হয়েছে। যেসব জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আগামী পাঁচ দিনেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব জেলার জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শ দেওয়া হলো:

বোরো ধান:

জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফসল কর্তনের ১০-১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলতে হবে।

বৃষ্টিপাতের পর পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।

ধান বাজারে পরিবহনের সময় যাতে ভিজে না যায় সেজন্য ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিন।

বৃষ্টিপাতের পর জমিতে গভীর চাষ দিতে হবে। এর ফলে জমিতে থাকা পোকামাকড়ের ডিম ও পিউপা ধ্বংস হবে।মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় ধান সংগ্রহের পর জমিতে সবুজ সার জাতীয় ফসল লাগাতে হবে।

আউশ ধান: বীজতলা

জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃষ্টিপাতের পর নীচের কাজগুলো করতে হবে:

বীজতলার চারা হলুদাভ হয়ে আসলে পানি সরানোর পর প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

চারা সবুজ না হলে পানি সরানোর পর প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে।

হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

পাট:

আগাছা নিধন করুন।

আগাম বপনকৃত পাটের জমিতে পাতলাকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে -

- ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে
- আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে
- প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- সেমিলুপার আক্রমণ করলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে|

সবজি:

ঢেঁড়শ এর মাইট দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২ মিলি ইথিয়ন শিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

জমি থেকে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব পরিপক্ক সবজি সংগ্রহ করে ফেলতে হবে।

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় সেচ প্রদান করার প্রয়োজন নেই।

কলা:

বেশি তাপমাত্রায় কলার পাতা শুকিয়ে যেতে পারে। প্রস্বেদন কমানোর জন্য শুকনো ও হলদে হয়ে যাওয়া পাতা কেটে ফেলতে হবে। কড়া রোদে ফলের ক্ষতি হতে পারে। সেজন্য ফলগুলো পাতা বা পাটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

গবাদি পশু:

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গবাদি পশুকে ছায়ায় রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি পান করাতে হবে।

সকাল ১০টার পর এবং বেলা ৩টার আগে খোলা জায়গায় গবাদি পশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের সাথে প্রতিদিন ৫০গ্রাম আয়োডিনযুক্ত লবন এবং ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার মিশিয়ে দিন।

হাঁস মুরগী:

হাঁস মুরগী তাপদাহ থেকে বাঁচাতে–

- খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে খাবার খাওয়াতে হবে
- শেডে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সীমিত সংখ্যক হাঁসমুরগীর বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে
- খাঁচা ঠান্ডা রাখতে চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খাঁচার পাশে ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতি খাঁচায় পানির পাত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে হবে।

মাছ:

পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, পানির সমতল বৃদ্ধি করতে হবে এবং খাবার কম দিতে হবে।

পুকুরে পানি ভরার জন্য শুধুমাত্র বৃষ্টির ওপরে নির্ভর করা যাবে না। পানির গভীরতা কম হলে মাছ তুলে ফেলতে

** জেলা ভিত্তিক বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া বুলেটিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৯ মে, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২৮ মে, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৯ মে, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৬.১	২৭.৮	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৬.৩	২৫.০
	টাঙ্গাইল	০৫	৩৫.৫	২২.২		ঈশ্বরদী	০০	৩৬.০	২৪.২
	ফরিদপুর	০০	৩৬.০	২৬.২		বগুড়া	০০	৩৪.১	২৫.০
	মাদারীপুর	০০	৩৬.৫	২৬.৮		বদলগাছী	০০	৩৩.৮	২৪.০
	গোপালগঞ্জ	০০	৩৫.৮	২৭.১		তাড়াশ	০০	৩৩.০	২৫.৩
	নিক্‌লি	০০	৩৪.৪	২৫.৮					
					রংপুর	রংপুর	০১	৩২.০	২৩.৬
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩৪.২	২৪.৮		দিনাজপুর	০৩	৩৩.০	২৪.৫
	নেত্রকোনা	০৯	৩৩.২	২৩.০		সৈয়দপুর	০০	৩২.২	২৪.৩
						তেঁতুলিয়া	০০	৩১.০	২৩.৭
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৪.৬	২৮.০		ডিমলা	১৮	৩০.৬	২৫.০
	সন্দ্বীপ	০০	৩৪.৬	২৬.৫		রাজারহাট	সামান্য	৩১.০	২৫.০
	সীতাকুন্ড	০০	৩৫.৫	২৬.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩৬.৩	২৬.০	খুলনা	খুলনা	সামান্য	৩৮.০	২৬.৫
	কুমিল্লা	০০	৩৫.০	২৭.৪		মংলা	০০	৩৬.৬	২৭.৬
	চাঁদপুর	০০	৩৬.২	২৭.৩		সাতক্ষীরা	০২	৩৭.৬	২৫.৪
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩৬.২	২৭.৪		যশোর	০৬	৩৮.০	২৩.৪
	ফেনী	০০	৩৫.৭	২৬.৮		চুয়াডাঙ্গা	০১	৩৭.৭	২৪.৫
	হাতিয়া	০০	৩৫.৫	২৬.৫		কুমারখালী	০০	৩৬.৪	২৬.৪
	কক্সবাজার	০০	৩৫.০	২৮.০					
	কুতুবদিয়া	০০	৩৪.২	২৮.০	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৬.৪	২৬.৫
	টেকনাফ	০০	৩৪.১	২৭.০		পটুয়াখালী	০০	৩৬.১	২৭.৩
						খেপুপাড়া	০০	৩৫.৫	২৭.৪
সিলেট	সিলেট	০০	৩৪.৫	২৩.১		ভোলা	০০	৩৫.৯	২৭.৪
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩৫.০	২৫.৫					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উ৩/৪্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৭.২৩ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৪.২৮ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; খুলনা, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অ্হায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজধসহ বৃষ্টি হতে পারে।

তাপপ্রবাহ: ঢাকা, মাদারীপুর, রা১/২মাটি, চাঁদপুর, নোয়াখালী, রাজশাহী এবং পাবনা অঞ্চলসহ খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব'াহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২৮ মে, ২০১৯ পর্যন্ত) তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

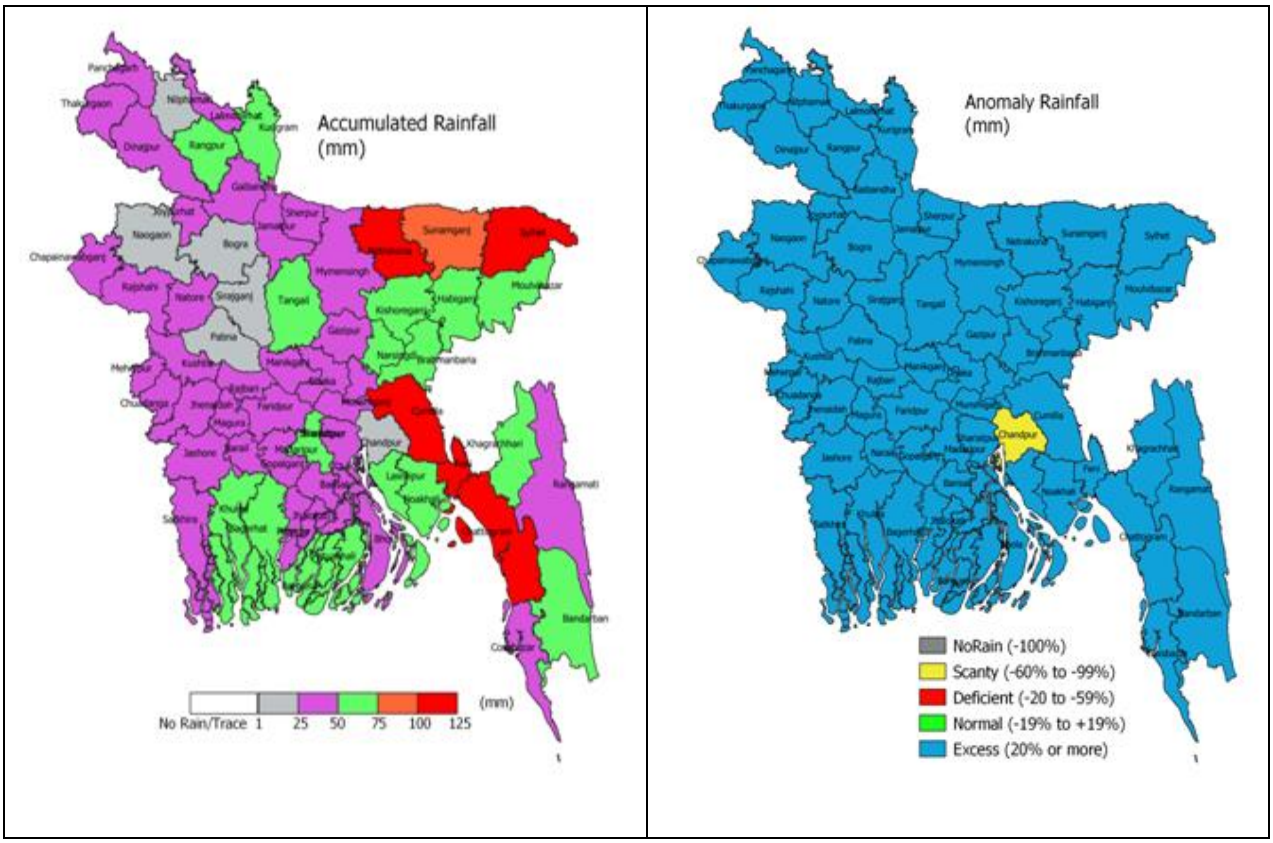

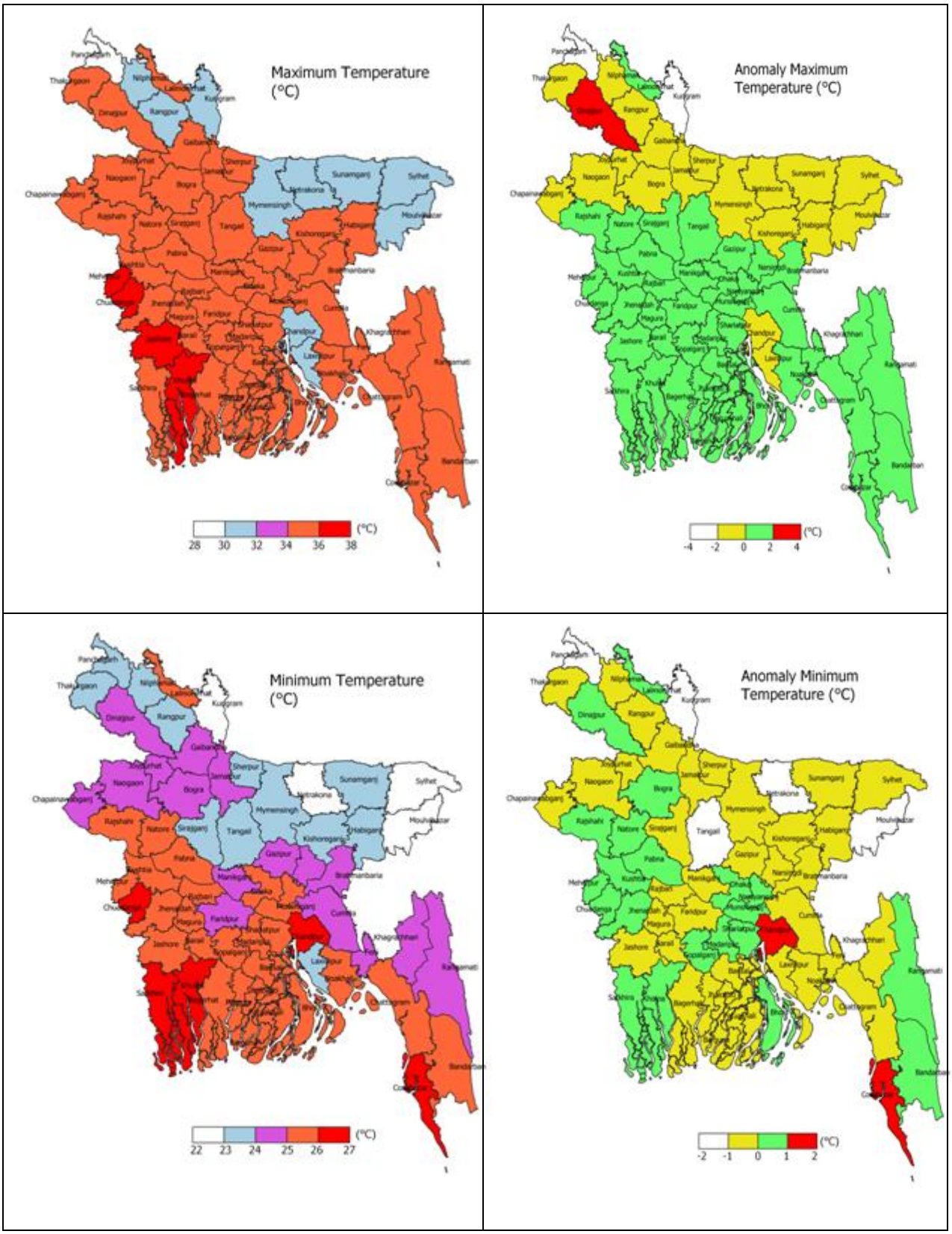
Maximum Temperature (°C)
(°C)
28 30 32 34 36 38
Anomaly Maximum Temperature (°C)
(°C)
-4 -2 0 2 4
Minimum Temperature (°C)
(°C)
22 23 24 25 26 27
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(°C)
-2 -1 0 1 2

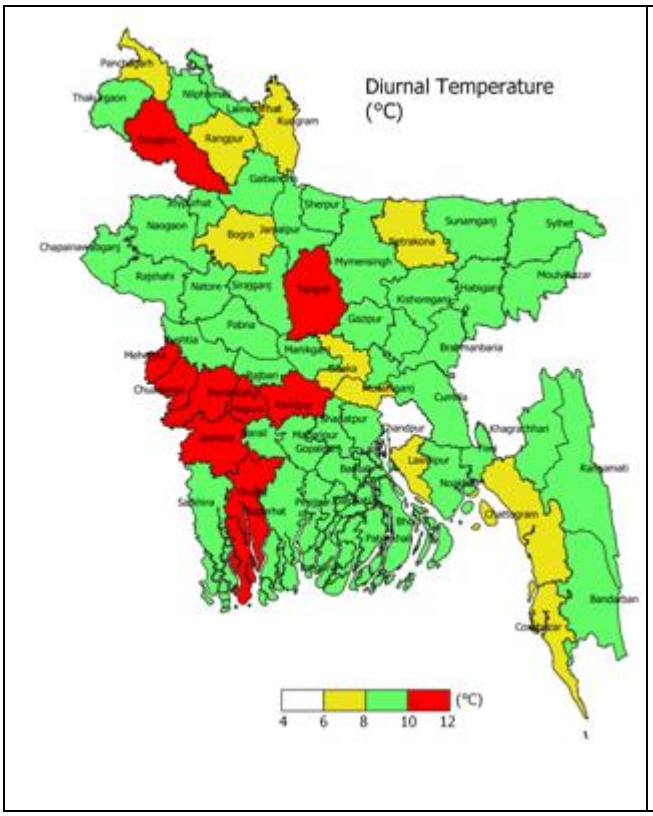
Diurnal Temperature
(°C)
(°C)
4 6 8 10 12

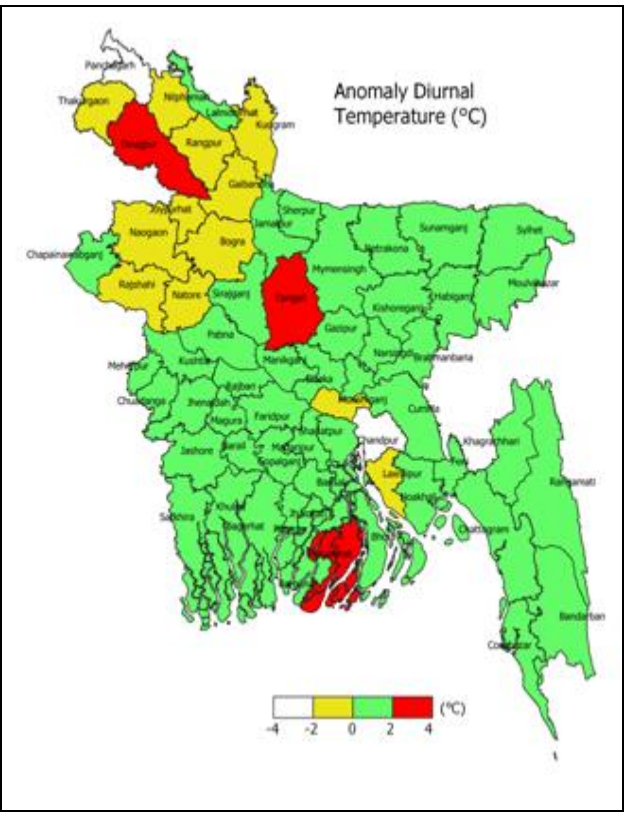
Anomaly Diurnal
Temperature (°C)
(°C)
-4 -2 0 2 4

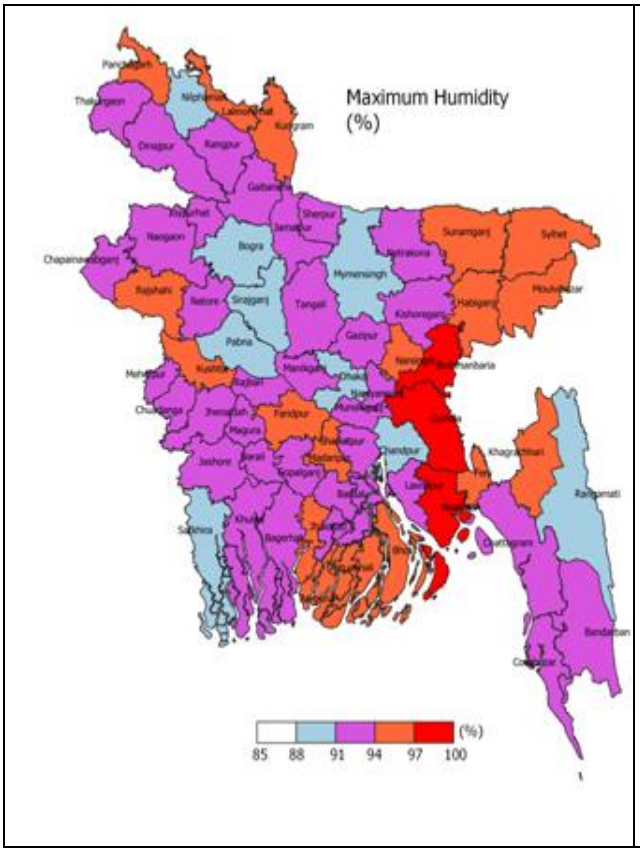
Maximum Humidity
(%)
(%)
85 88 91 94 97 100

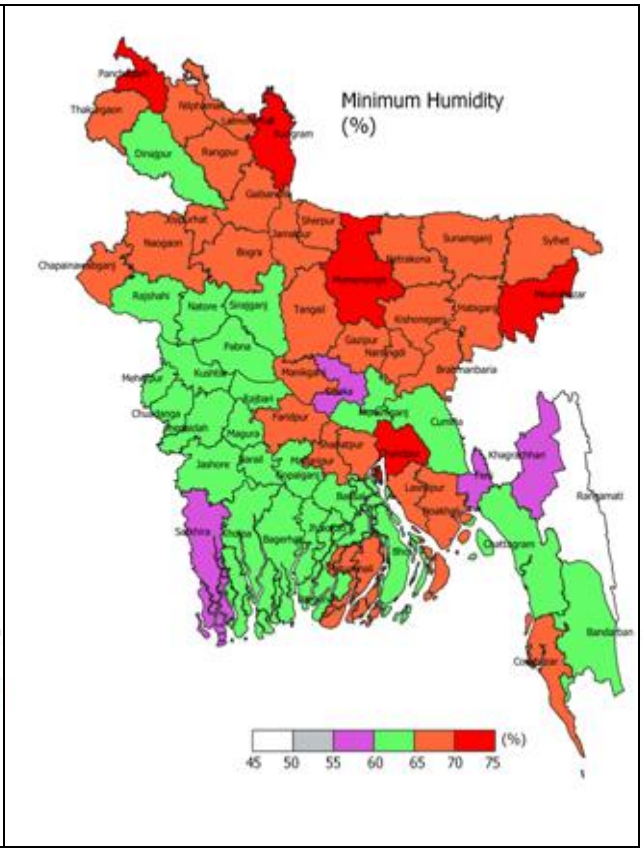
Minimum Humidity
(%)
(%)
45 50 55 60 65 70 75

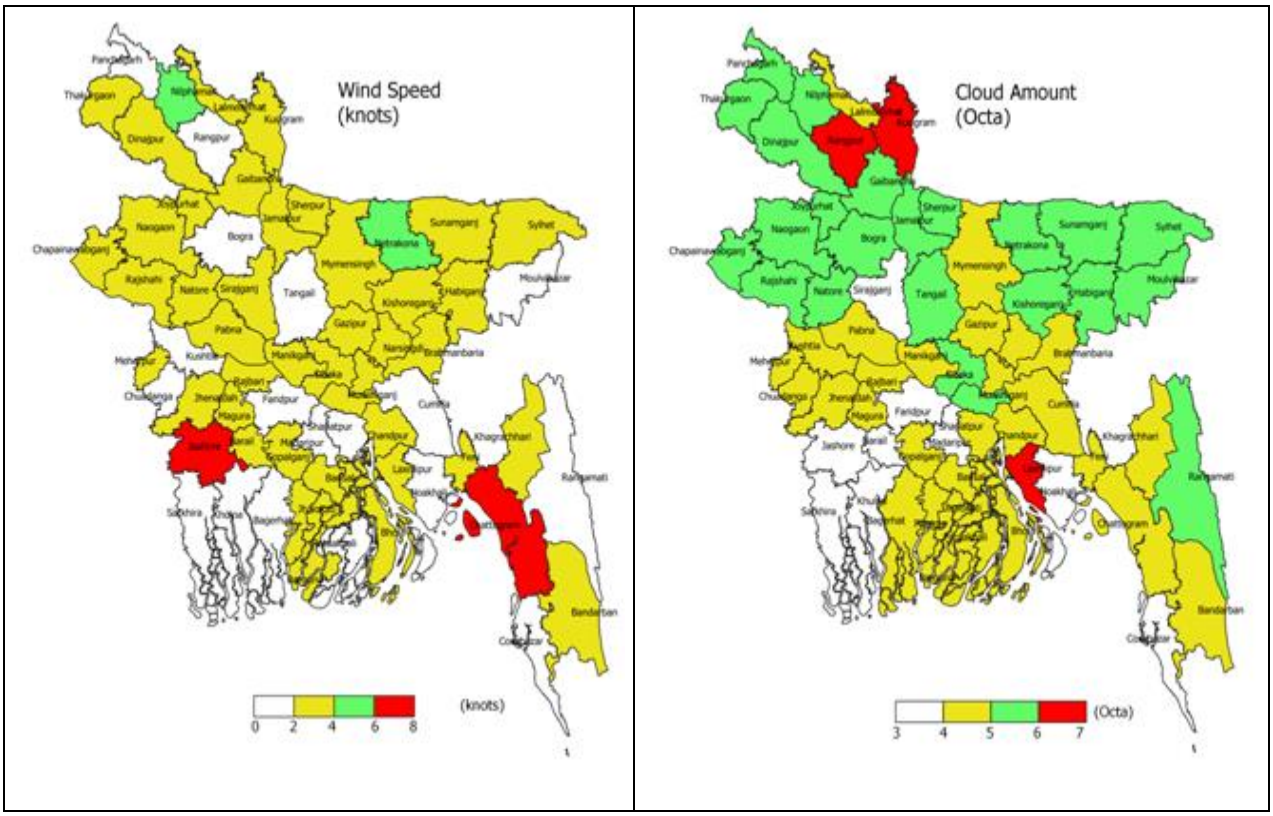

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২/০৫/২০১৯ হতে ২৯/০৫/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত): এ সপ্তাহে দিনের ৬.৫০-৮.০০ ঘন্টা রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া বিরাজ করবে এবং প্রতিদিন গড়ে ৩.৭৫ হতে ৪.৭৫ মিমি পানির ঘাটতি হতে পারে ।

- এ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের অনেক স্থানে এবং রাজশাহী ও চটগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু স্থানে এবং দেশের অন ত্র দুই এক স্থানে শিলাসহ দুই তিন দিন হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজধবৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।

- এ সময়ে সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৯ মে হতে ০২ জুন পর্যন্ত)

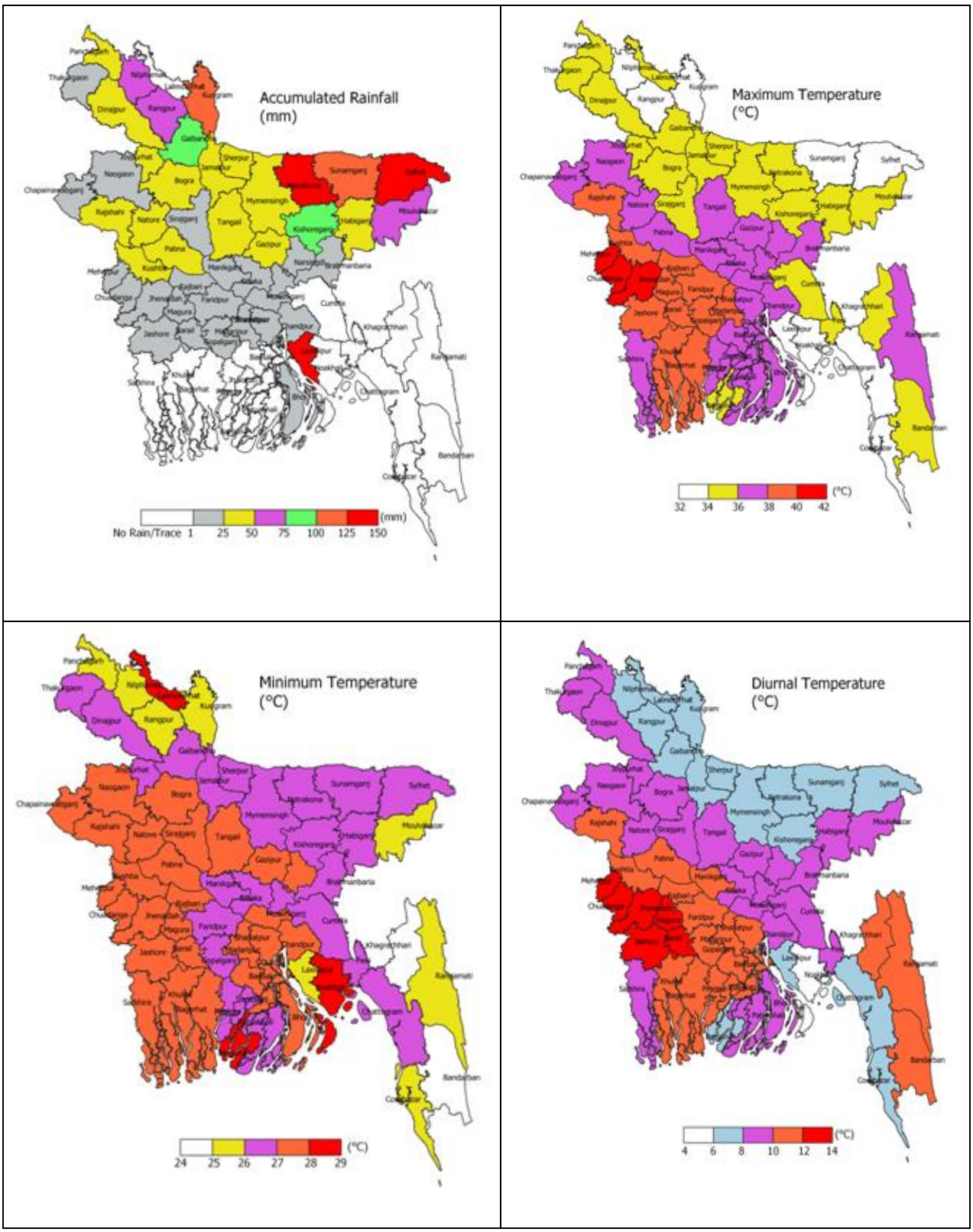
Accumulated Rainfall
(mm)
No Rain/Trace 1 25 50 75 100 125 150 (mm)
Maximum Temperature
(°C)
32 34 36 38 40 42 (°C)
Minimum Temperature
(°C)
24 25 26 27 28 29 (°C)
Diurnal Temperature
(°C)
4 6 8 10 12 14 (°C)

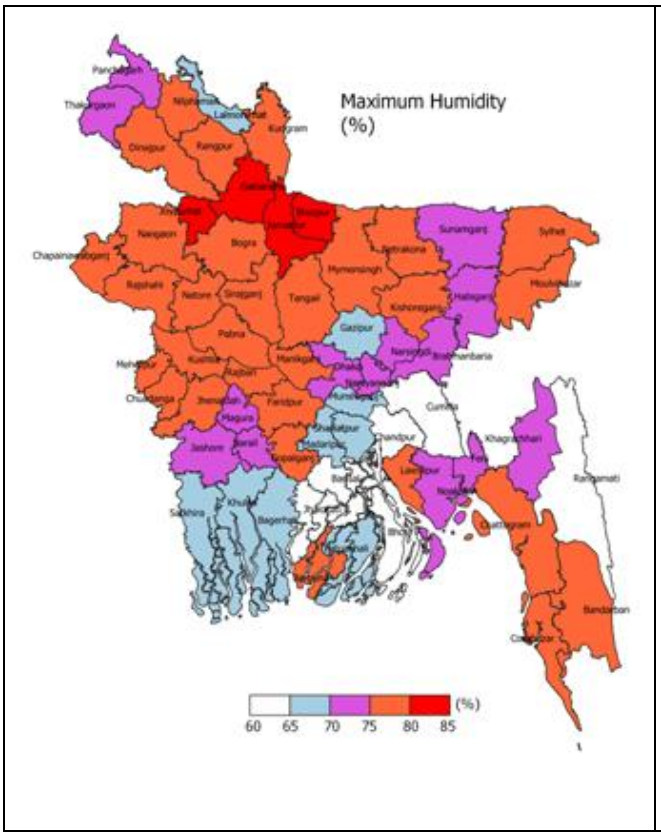
Maximum Humidity
(%)
60 65 70 75 80 85
(%)

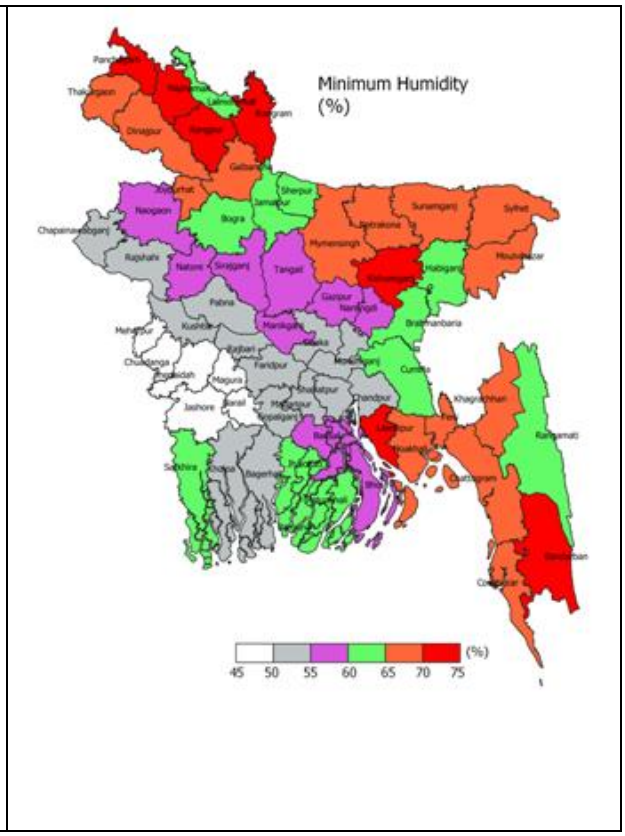
Minimum Humidity
(%)
45 50 55 60 65 70 75
(%)

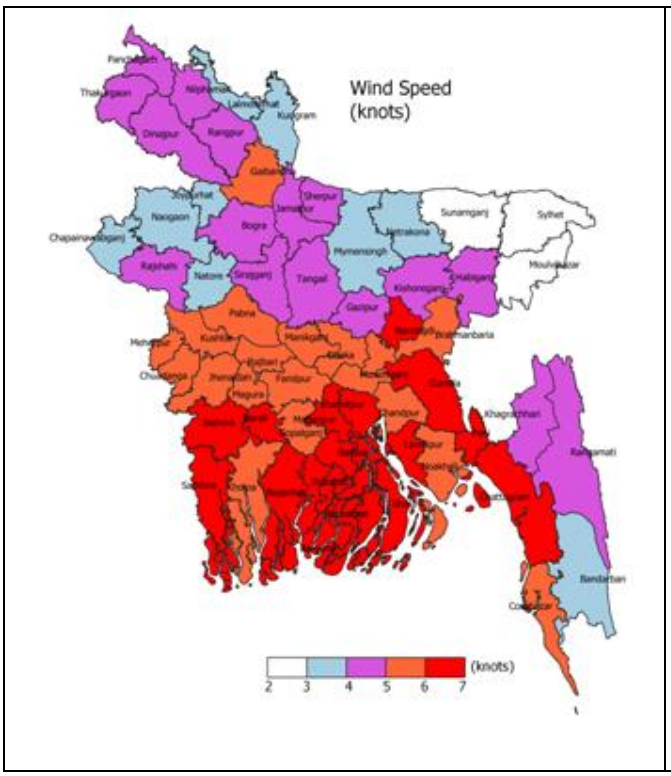
Wind Speed
(knots)
2 3 4 5 6 7
(knots)

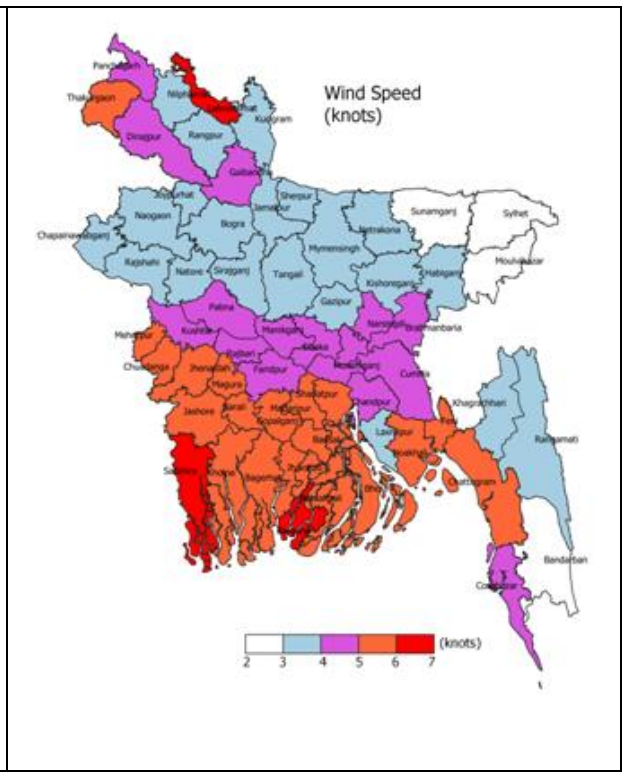
Wind Speed
(knots)
2 3 4 5 6 7
(knots)

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 20 (22 May -28 May) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 20 (22 May -28 may) over Agricultural regions of Bangladesh

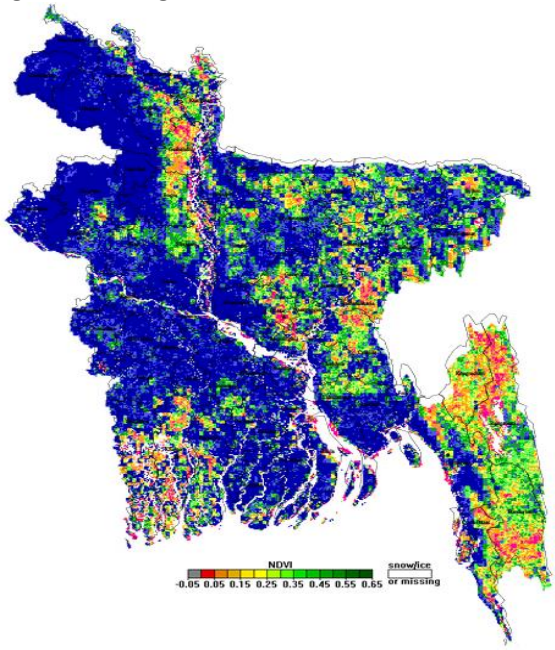

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 20 (22 May -28 may) over Agricultural regions of Bangladesh

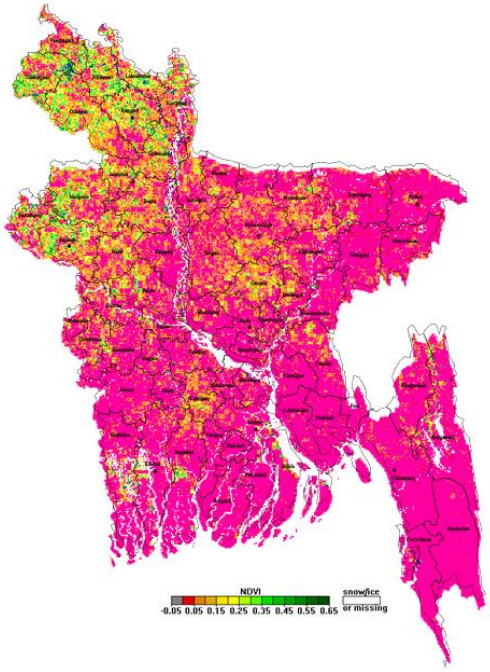

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 20 (22 May -28 may) over Agricultural regions of Bangladesh

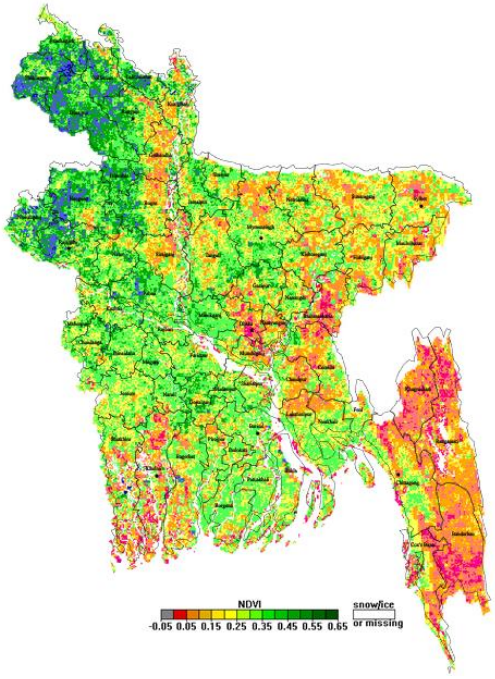

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও এপ্রিল এ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় অংশগুলির কিছু জেলা স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব প্রায় কেন্দ্রীয় অংশগুলির কয়েকটি জেলা শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

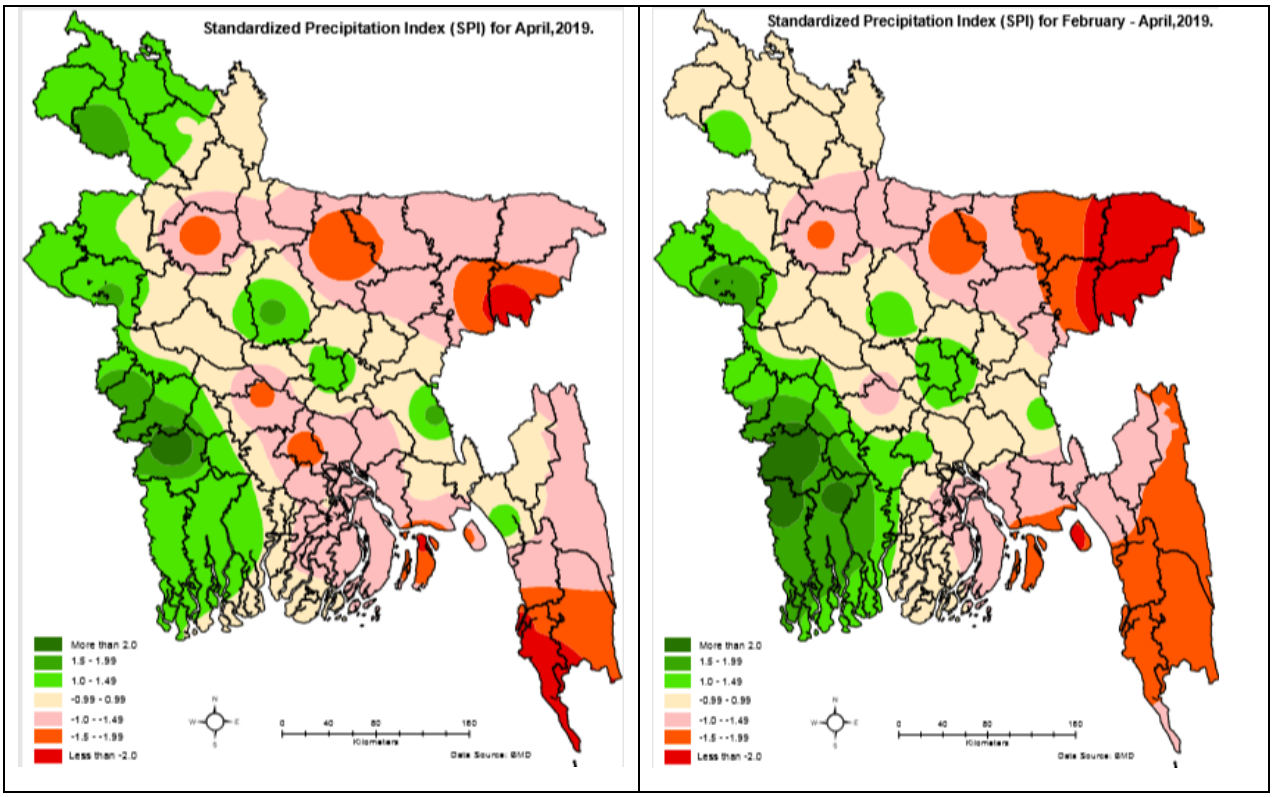

Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

২৯ মে ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- পদ্মা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে।
- পদ্মা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টায় হ্রাস পেতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৪	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০২
বৃদ্ধি	২৮	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০
হ্রাস	৫৭	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০২
অপরিবর্তিত	০৭	**বিপদসীমার উপরে**	**০০**